১৮৭২ - জ্ঞানাঙ্কুর (মাসিক) - শ্রীকৃষ্ণ দাস

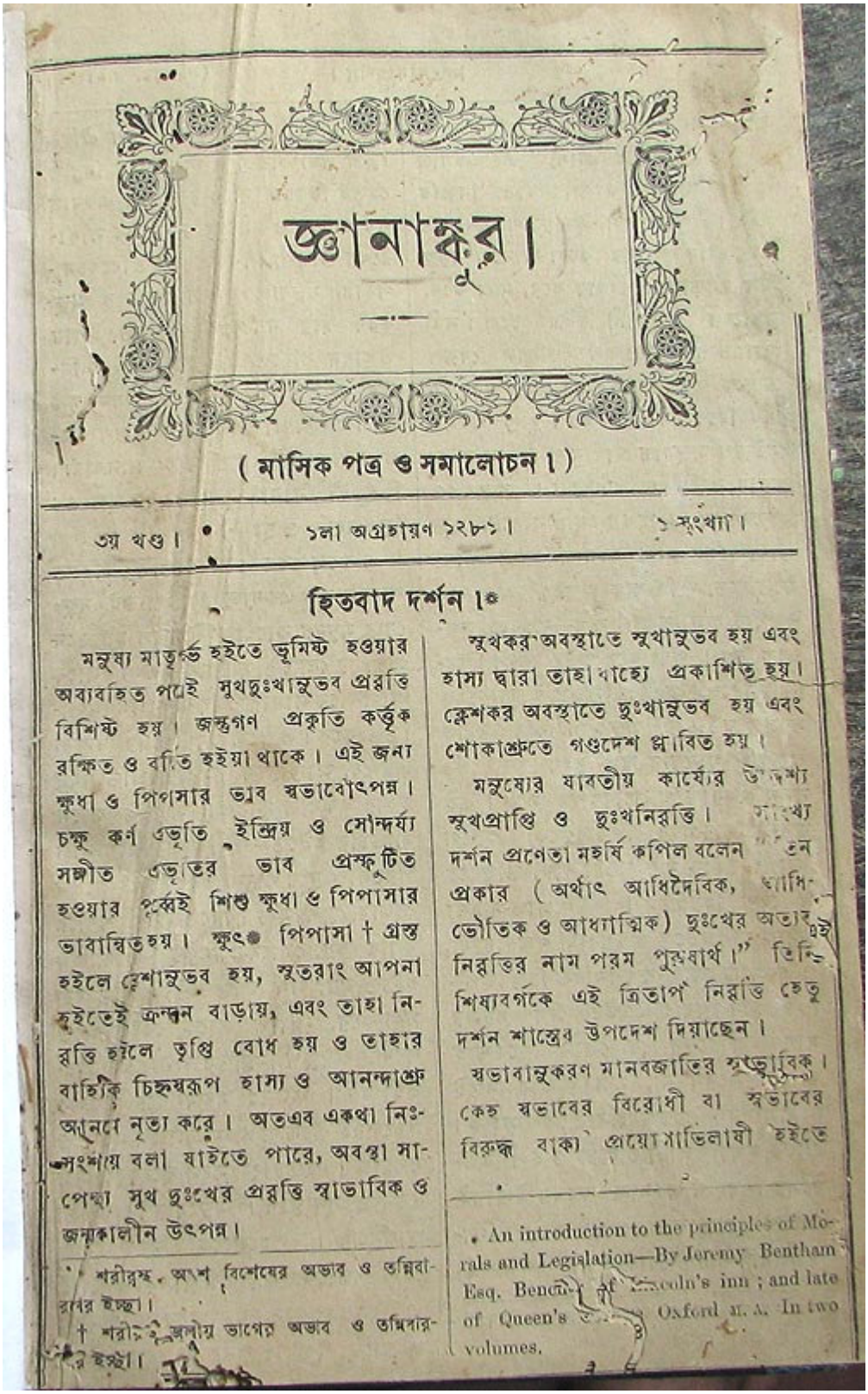

জ্ঞানাঙ্কুর।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড। ১লা অগ্রহায়ণ ১২৮১। ১ সংখ্যা।

হিতবাদ দর্শন।*

মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার অব্যবহিত পরেই সুখদুঃখানুভব প্রবৃত্তি বিশিষ্ট হয়। জন্তুগণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্য ক্ষুধা ও পিপাসার ভাব স্বভাবোৎপন্ন। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও সৌন্দর্য্য সঙ্গীত প্রভৃতির ভাব প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্ব্বেই শিশু ক্ষুধা ও পিপাসার ভাবান্বিত হয়। ক্ষুৎ* পিপাসা † গ্রস্ত হইলে ক্লেশানুভব হয়, সুতরাং আপনা হইতেই ক্রন্দন বাড়ায়, এবং তাহা নিবৃত্তি হইলে তৃপ্তি বোধ হয় ও তাহার বাহ্যিক চিহ্নস্বরূপ হাস্য ও আনন্দাশ্রু আনন্দে নৃত্য করে। অতএব একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, অবস্থা সাপেক্ষ সুখ দুঃখের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ও জন্মকালীন উৎপন্ন।

সুখকর অবস্থাতে সুখানুভব হয় এবং হাস্য দ্বারা তাহা বাহ্যে প্রকাশিত হয়। ক্লেশকর অবস্থাতে দুঃখানুভব হয় এবং শোকাশ্রুতে গণ্ডদেশ প্লাবিত হয়।

মনুষ্যের যাবতীয় কার্য্যের উদ্দেশ্য সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি। সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিল বলেন "তিন প্রকার (অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক) দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম পরম পুরুষার্থ।" তিনি শিষ্যবর্গকে এই ত্রিতাপ নিবৃত্তি হেতু দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন।

স্বভাবানুকরণ মানবজাতির স্বাভাবিক। কেহ স্বভাবের বিরোধী বা স্বভাবের বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগাভিলাষী হইতে

* শরীরস্থ অংশ বিশেষের অভাব ও তন্নিবারণের ইচ্ছা।

† শরীরস্থ জলীয় ভাগের অভাব ও তন্নিবারণের ইচ্ছা।

* An introduction to the principles of Morals and Legislation—By Jeremy Bentham Esq. Bencher of Lincoln's inn; and late of Queen's College Oxford M. A. In two volumes.

রায়শেখর।

বঙ্গীয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়া, তাঁহার ডানি দিকে গোবিন্দ দাস আর বাম ভাগে আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের শিরোনামধারী ব্যক্তিকে বসাইতে পারা যায়। গোবিন্দদাসের ন্যায় ইনিও বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন—ইহাঁর অধিকাংশ রচনার প্রকৃতি বিদ্যাপতির কবিতার ন্যায়। তবে সকল স্থলে ভাবের গৌরব তত অধিক নহে। সে বিষয়ে বিদ্যাপতির প্রাধান্য অনন্যভাক্। তা বলিয়া যে রায়শেখর একজন সামান্য কবি ছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার প্রকৃত কবিত্বশক্তি ছিল। তাঁহার রচিত পদাবলী ব্রজবালী ও বাঙ্গালা বিমিশ্র। কবিতা অনেক স্থলেই অত্যুৎকৃষ্ট। যেমন কবিতার নানাবিধ অসাধারণ গুণ আছে, তেমনই এক দোষও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চরম ভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সেইটী অতীব দূষ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। সে দোষ আদিরস-প্রাধান্য। আমরা কোন এক সাময়িক পত্রের একটি বিজ্ঞাপনীর কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কয়েকজন ভবিদ্য বাঙ্গালী যুবক প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের রচনা পুনর্মুদ্রাঙ্কনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু বিজ্ঞাপনীতে তাঁহারা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা নাকি ঐ কবিগনের যে সকল কবিতা আধুনিক ভবিদ্য যুবকদলের মনে অশ্লীল বলিয়া বোধ হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রিত করিবেন। এরূপ অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমাদের মতামত আমরা গোবিন্দদাস প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বলিতে চাই, যে যদিও বৈষ্ণব কবিদিগের কোন কোন কবিতা এক্ষণকার "ডেলিকেট"-রুচি বাঙ্গালী যুবকের অশ্লীল বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে বটে, তথাপি সেই কবিতাগুলিকে কখনই ইন্দ্রিয়-লালসার পরিপোষক বলা যাইতে পারে না। সুতরাং যদিও আধুনিক কোন লেখকের রচনাতে সেরূপ ভাব অসহ্য, অপাঠ্য, তথাপি বৈষ্ণব কবিদিগের সেই সকল রচনা প্রাচীন-কীর্ত্তি বলিয়া, অনিন্দনীয় ও মার্জ্জনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। প্রাচীন কবিদিগের রচনা যত সমগ্র ও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেননা সেই সকল কবিতা সুরক্ষিত হইলে, অনেক স্থলে অপকার অপেক্ষা, সমধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। যে সময়ে ঐ কবিগণ তাঁহাদের গীতি সকল রচনা করেন,সে সময়ের সামাজিক ইতিহাস অতীব বিরল। সুতরাং এরূপ অনেক কবিতা থাকিতে পারে, যাহা সামান্য দুই একটী কথার জন্য হয়ত অশ্লীল উপাধি পাইয়া পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু হয়ত সেই কবিতা পাঠে বিজ্ঞ মার্জ্জিতরুচি পাঠক সামাজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কৃত করিলেন। যে ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালী যুবক মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন সুবিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, যে শুদ্ধ রচনাগত বাক্যদ্বারা কোন বিষয় অশ্লীল হইতে পারে না; তাহা হইতে পাঠকের মন স্বতঃ যেরূপ ভাব সংগ্রহ

করে, তাহারই উপর অধিক পরিমাণে দোষ গুণ নির্ভর করে। উদ্যান-কুসুম-সমূহে মধুমক্ষিকা ও মাকড়সা উভয়েই বিচরণ করে; কিন্তু যে ফুল হইতে মধুমক্ষিকা মধুমাত্র সংগ্রহ করে, সেই ফুল হইতে মাকড়সা বিষ বই আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং রচনাগত অশ্লীলতা পাঠকের মন ও রুচির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। একেত প্রাচীন অনেক কবিতা লোপ পাইয়াছে, তাহাতে আবার যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহারও কিয়দংশ বাদ দিয়া যদি সেই মধুর কবিতা নিচয়ের নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হয়, তবে আর সেই সকল কবিতার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকেনা। আবার এরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যে অনেক সুরুচি-প্রবর্তক মহাশয় অতি সামান্য একটা তুচ্ছ কথার জন্য, একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা যে নিতান্ত গর্হিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ যতদূর সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে, তাহারই যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজীভক্ত; সুতরাং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি সেকসপীয়রের রচনাগুলির একটী মার্জ্জিত সংস্করণ (expunged edition) প্রকাশক হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই বা কিরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের গুরু ইংরেজগণই বা কিরূপ পছন্দ করেন? অদ্যাপি সেকসপীয়রের রচনাসমূহের মধ্যে Venus and Adonis নামক ক্ষুদ্র কবিতাটী স্থান পাইয়াছে, আর ইংরাজীভাষাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা কি আধুনিক বাঙ্গালী যুবকগণ বিস্মৃত হইয়াছেন? তবে যদি আধুনিক পদসংগ্রহ কর্ত্তাগণ ঐ কবিতা সকলের টীকা লিখিয়া মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে যে অংশ অশ্লীল বোধে টীকা লিখিতে লজ্জা বোধ হইবে, তাহার টীকাই না লিখিবেন। ফল কোন কবিতাই লোপ না পায়—অথবা ভগ্নপাদ না হয়, তাহারই বিধিমতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রায়শেখরের আর দুইটী নাম ছিল, চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর। তন্মধ্যে শশীশেখর নামেই ইনি বিশেষ বিখ্যাত। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকর নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী পড়ানেতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সর্ব্বদা ঐ গ্রামের নিকটস্থ গাড়ো নামক গ্রামে বাস করিতেন। জাতিতে নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ; সুতরাং ইনি চৈতন্যদেবের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার সমকালে জগদানন্দঠাকুর নামক ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব জনৈক প্রসিদ্ধ পদরচয়িতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিরচিত অনেক পদ পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে দেখা যায়। এক্ষণে রায়শেখর কিরূপ কবিত্ব লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, তাঁহার রচিত কবিতানিচয়ের মধ্য হইতে নিম্নে যথেচ্ছা কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইল;—

রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ বর্ণন;—

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দোঁহার রূপের নাহিক ওর।
প্রেমের নাহিক উপমা,
আধশিরে শোভে ময়ূর পুচ্ছ,
আধশিরে দোলে বেণী।
শিরীষ কুসুম ঝলমল করে,
ফণী যেন উগারল মণি।
এক শ্রবণে মকর কুণ্ডল,
এক রতন ছবি।
আধ কপালে চাদের উদয়,
আধ কপালে রবি॥
আধ পহিরণ হিরণ কিরণ,
আধ নীলমণি জ্যোতিঃ।
আধ গলে বন মালা বিরাজিত,
আধ গলে গজমোতি॥
সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন,
তরু লতা দোলে মন্দ বায়।
নিকুঞ্জ মন্দিরে রসের সায়র,
বাহিরে শেখর রায়॥

নিম্ন লিখিত গীতে কবি বয়ঃসন্ধি সময়ে রাধিকার অবস্থা বর্ণন করিতেছেন;

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদন কিতার পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥
কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইন্ধকে ক্ষীণ উর্দ্ধই অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরুণ প্রকট ফের উর্দ্ধকে নেল॥
চরণ-চঞ্চল-গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরয পদতলে যাব॥
নব কবি শেখর কিকহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ, ভিন ব্যবহার॥

এই গীতে সাক্ষেপ অনুরাগ ব্যক্ত হইতেছে;

কুবহু রসিক সনে দরশন হোয় জনি,
দরশনে হোয়ে জনু লেহা।
লেহ বিচ্ছেদ জনি কাহুকে উপজয়ে,
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহা॥
সজনি, দূরে কর ও পরসঙ্গ।
পহিলহি উপজিতে প্রেমক অঙ্কুর,
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
যবহু দৈব দোষ উপজয়ে প্রেমহিঁ
রসিক সনে জনু হোয়।

কানু সে লেহ করি, অব এক
সবহু শিখায়ল মোয়॥
হেন ঔখদ, সখি, কাহাঁ না পাইয়ে,
জনু যৌবন জ্বলি যায়।
অসমঞ্জস রস সহিতে না পারিয়ে,
গায় কবি শেখর রায়॥

কৃষ্ণপ্রেমে-বিমোহিতা নবানুরাগিনী রাধিকাকে এই রূপে প্রণয় গোপন করিয়া রাখিবার উপদেশ কোন সখী দিতেছেন;—

শুন শুন বিনোদিনী রাই।
তোরে পুন কহিয়ে বুঝাই॥
কানুক ভাবনা যব হোই
হিয়া মাহা রাখবি গোই॥
কোন জন নখই ন পার।
বেকত করবি কুলাচার॥
কানু উয়ব হিয় মাহ।
আনছলে বিছুরিবি তাহ॥
গুরু দুরুজন তুয়া পাপ।
দেখিলে দেয় বহু তাপ॥
থিরকরবি সদা চিত।
ঐ ছল কুলবতী রীত॥
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবি শেখর ভান॥

এরূপ উপদেশ পাইয়াও রাধিকা কৃষ্ণ-বিরহে উদ্বেগ সম্বরণ করিতে না পারায়, সখী কৃষ্ণ সমীপে গিয়া রাধিকার শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিতেছেন;—

তুহু মনোমোহন, কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
দিবা নিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাপি পড়য়ে সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয়ে, তব রোয়॥
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাপে ততহি নাহি ভায়॥
কহ কবিশেখর তাকর উপায়।
রচইতে তবহি রজনী বহি যায়॥

যে রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে এতাদৃশ উ-

দ্বিগ্না, তিনিই আবার এত মানিনী হইয়াছেন, যে কৃষ্ণ আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন ;—

সজনি, না বুঝিয়ে এ মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু, তাঁহি সজাগ॥
বচন হি নিজ করি না বোলয়ে রাই।
মুঞি জীবন বিনু না বোলাই তাই॥
মঝু পরসঙ্গে সে নাহি দেই কাণ।
তাহা বিনু মঝু মুখ না ফুরয়ে আন॥
সমাধান চাহি, নহি হোয়ে সমাধান।
তেঁই অতিরেক হইয়ে পাঁচবাণ॥
শেখরে কহয়ে প্রিয় মন কর থির।
সহজই নাগরী ভাব গভীর॥

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী গীত সখি সম্বোধনে শ্রীরাধিকার উক্তি ;—

কি পুছসি রে সখি কানুক সিনেহ।
এক জীউ, বিহি সে গঠল ভিন দেহ॥
কহিল কাহিনী পুছই কতবেরী।
কত সুখ পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনু দরশে পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে পাণি নাহি পীত॥
উরঃ বিনু শেযে পরশ নাহি পাই।
চিবহি বিনু তাম্বুল নাহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সভাষণে না রহে গেয়ান।
আন সনে কাহিনী না সহে পরাণ॥
কহ কবি শেখর গুণ বরনারী।
তোহারি পরশ বিনু লুবধ মুরারি॥

পুনশ্চ ;

চিরণি করে ধরি কেশ বেশ করি,
সিথায়ে দেই সিন্দুর।
নাস বেশ করি, বসন পরাই,
পায় ধরি পরায়ে নূপুর॥
সোই, পিরাপ্তণ কহনে না যায়।
দরিদ্র যেমন, তিলেক না ছাড়ই,
রভসে রজনী গোঙায়॥ ধ্রু॥
সো মোর আঁখিজল আচরে মোছই,
দেই বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি সয়নে নিরখই,
মুখভরি তাম্বুল খাওয়ায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর,
দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণ ধন সম তিলেক না ছোড়ই,
কবি শেখর পরমাণ॥

তথা—

এমন পিরার কথা কিপুছসি রে সোই,
পিয়া সে পীরিতি জানে।
যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি,
নিছিয়া পেলি পরাণে॥ ধ্রু॥
মো যদি সিনান করে আগিলো ঘাটে,
আর ঘাটে পিয়া নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়ে
চৌদিকে সাঁতারায়॥
বসনে বসনে যোগ হইবে বলিয়া,
একই রজকে দেই।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেই॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া,
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে যে দিন,
সে মুখে সে দিন থাকে॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া,
দীপ লইয়া চায়।
অনেক যতনে পরশ পাইয়ে,
থুইতে ঠাই না পায়।
মনের আকুতি বেকত করিতে,
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক, রায় শেখর,
কিছু বুঝে অনুমানে॥

থির সেবা করণার্থ এক অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতেই নিক্ষিপ্ত হইল। ইন্দ্র তাহার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া চন্দ্রে রাখিলেন। এজন্য চন্দ্রের নাম শশাঙ্ক।*

পঞ্চতন্ত্রে শশক ও হস্তীর যে উপন্যাস আছে, তাহা বিদ্যাসাগরের প্রসাদাৎ বিদ্যালয়ের বালক মাত্রেই পাঠ করিয়াছে। সে শশক বলিয়াছিল, "আমি চন্দ্রলোক হইতে আসিয়াছি।"

আমাদের কবিরা চন্দ্রকে শশাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক বলেন। মহাভারতে হরিবংশে লিখিত আছে;—

"লোকচ্ছায়া ময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কে শশ সংস্থিত;
ন বিদু সোম দেবাপি যেচ নক্ষত্র যোগিনঃ।"

এ স্থলে শশঃ শব্দের অর্থ মৃগ।

ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণন কালে বলিয়াছেন, বিদ্যার মুখ দেখিয়া

"কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে।"

সুতরাং ভারত চন্দ্রকে মৃগাঙ্ক ও চন্দ্রস্থ কলঙ্ককে মৃগ কহিতেছেন।

চোর কবি চন্দ্রের কলঙ্ক লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,

" নেদং নভোমণ্ডলমম্বুরাশি,
নৈমাশ্চ তারা নব ফেন খণ্ডঃ,
নায়ং কলঙ্কঃ শায়িতোমুরারিঃ"

তিনি নভোমণ্ডলকে অম্বুরাশি, নক্ষত্রগণকে ফেন খণ্ড বলিয়া বলেন যে চন্দ্রস্থ কলঙ্ক কলঙ্ক নহে, মুরারি শায়িত আছেন।

পৌরাণিকেরা আরো কহেন, চন্দ্র যৌবনকালে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করেন। চন্দ্র যে অতীব সুন্দর ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্গ দর্শনের মতানুসারে বৃহস্পতিপত্নী তারা চাঁদের রূপে মোহিত হন। চন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করেন। সেই পাপে, গুরুর অভিশাপে চন্দ্রে কলঙ্ক হইয়াছে।

ইহা যে রূপ অসম্ভব, চন্দ্রে মনুষ্যের বাসও তদ্রূপ অসম্ভব। এ সকলই জনপ্রবাদ মাত্র, তথাপি ইউরোপীয় জনপ্রবাদ অপেক্ষা আমাদের দেশীয় জনপ্রবাদ যে অনেক উৎকৃষ্ট, তাহা এপ্রস্তাব পাঠক মাত্রে বুঝিতে পারিবেন।

অধুনাতন এবং পুরাতন বঙ্গের সাধারণ অবস্থা।

প্রত্যেক সভ্য সমাজে সংবাদ পত্র প্রথা প্রচলিত আছে। দেশের প্রধান২ ঘটনা ও ভাল মন্দ অবস্থা সাধারণ্যে প্রকাশ করাই সংবাদ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কালে সংবাদ পত্রের সাহায্যে ইতিহাসকর্ত্তা আপন লেখনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেশের ঘটনা ও অবস্থা বর্ণন এবং তন্মধ্যে কার্য্য কারণভাব প্রদর্শন করেন। অন্য কোন উপকরণ অভাবে একমাত্র সংবাদ পত্রের আনুকূল্যেই সভ্য সমাজের ইতিহাস লিখন অথবা অবস্থা সমালোচন সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। যদি স্পেক্টেটর প্রভৃতি প্রাচীন পত্র প্রকাশিত না হইত; অথবা হিউম, মেকলে প্রভৃতি ইতিবেত্তা জন্ম গ্রহণ না করিতেন; তাহা হইলে, বক্লস্ কখন ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়া এতাধিক লোকের মনোহরণ করিতে পারিতেন না।

* Upham, "Sacred Books of Ceylon," iii 309.

আমরা অদ্য যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার সাহায্যকারী কোন সংবাদ পত্র অথবা ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। গত শতাব্দীতে বঙ্গদেশে কোন সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। সংবাদ পত্র যে কয়েক বৎসর হইল প্রচারিত হইতেছে, তাহার দ্বারা প্রাচীন বঙ্গের কিছুই জানা যায় না। যে কয়েকখানি ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে দেশের ২।১টী প্রধান২ ঘটনার স্থূল২ বর্ণন ব্যতীত প্রাকৃতিক প্রথবা সামাজিক অবস্থার বিন্দু বিসর্গও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন কোন নাটক পাওয়া যায় না, যাহার সাহায্যেই বা দেশের আভ্যন্তরীণ রীতি নীতি অবগত হওয়া যায়। সুতরাং এই প্রস্তাব দ্বারা যে আমরা পাঠকগণের চিত্ত আকর্ষণ অথবা জ্ঞান বর্দ্ধন করিব, এমন স্পর্দ্ধা করি না। তথাপি এরূপ বিষয় জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে এবং আমরা এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াই সামান্য উপন্যাস, জনশ্রুতি, বৃদ্ধদিগের বাক্য, বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ, স্ত্রীলোকের নিকট শ্রুত ছড়া পাঁচালী, নীল ও রেসম কুঠীয়ালদিগের লিপীবদ্ধ বৃত্তান্ত, কোন২ সম্ভ্রান্ত বংশের বিবরণ ও আধুনিক আচার ব্যবহার সহ মিশ্রিত প্রাচীন প্রথা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।

প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিতে হইলে, প্রাচীন বঙ্গ কাহাকে বলে, আধুনিক বঙ্গই বা কাহাকে বলে, নির্দ্দেশ করা অত্যাবশ্যক। আমাদিগের উদ্দেশ্য যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা রাষ্ট্রবিপ্লব বর্ণন নহে, সুতরাং কোন বৃহৎ ঘটনাকে উভয়ের মধ্য সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। দেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম অবস্থা এবং সামাজিক আচার ব্যবহার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল। প্রতি মুহূর্ত্ত কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ তাহা এত অল্প যে বুঝা যায় না। ক্রমে ৮।১০ বৎসর গত হইলে দেখা যায় যে কোন গুরুতর প্রথা এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব প্রথা উঠিয়া তৎস্থলে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন মানব শরীর নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে অথচ আহার দ্বারা তাহা পুনর্ব্বার পূর্ণ হইয়া নবীন ভাব ধারণ করিতেছে; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তজাত নবীনত্বের পরিমাণ এত অল্প যে, ২ দিনের প্রভেদ অলক্ষিত অথচ কয়েক বৎসর পরে সম্পূর্ণ বিভিন্নাবয়ব জন্মে। বহু দিবস পরে কোন বিশেষ পরিচিত বন্ধুকে দেখিলে শীঘ্র চিনা যায় না; সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও সেই রূপ। এই পরিবর্ত্তন সমাজ অনুভব করিতে পারে না। দেহতত্ত্ববিতেরা বলেন শারীরিক অংশ বিশেষ নিয়ত পরিবর্ত্তন হইয়া প্রতি ৭ বৎসরে মনুষ্য নূতন কলেবর ধারণ করে, অথচ কেহ অনুভব করিতে পারে না, সামাজিক অবস্থাও অবিকল এইরূপ। সুতরাং আমরা দেশের প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও সামাজিক অবস্থার প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও সামাজিক ঘটনা দ্বারা নির্দ্দেশ করিব।

যে অবধি বঙ্গের জল জঙ্গলাবৃত অধিকাংশ মৃত্তিকা মনুষ্যের ভবন অথবা শস্য ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে; এবং দেশের বিশেষ শস্যশালী নদীতীরস্থ ক্ষেত্রের অধিকাংশ, বিজাতীয়দিগের কর-

তলস্থ হইয়া,রং মসল্লার আকর হইয়াছে, আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি ; যে অবধি কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত মৃত্তিকার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ দেশের শিরোমণি মধ্যবিৎ লোকের অবস্থা দিন২ মন্দ হইতেছে অথচ উকিল, মুনসেপ, ডেপুটী কালেক্টর, কেরাণী, আমলা, ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি ; যে অবধি আউস ধান্য, মাসকলাই দাল, ইলিস অথবা রোহিত মৎস্য ও প্রচুর ঘন দুগ্ধ পরিবর্ত্তে, বাঁশফুল চাল, মুগের দাল, বাঁশ পাতা গেয়ালী মৎস্য ও অল্প পরিমাণে বল্‌কা দুগ্ধ মধ্যমাবস্থ শিক্ষিত ভদ্রলোকের আহার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গবলি ; যে অবধি পতিসেবানুরক্তা বঙ্গমহিলাগণ "কার্পেট বুনিতে" ও দীনবন্ধু বাবুর "জামাই বারিক" পড়িতে শিখিয়াছেন, ও সময়াভাবে সামান্য গৃহকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, শাশুড়ী, ননদিনী অথবা দাস দাসী অভাবে পরম পাপী অর্থাৎ স্বামী* স্বহস্তে রন্ধন করেন আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি ; যে অবধি বঙ্গ দুহিতৃগণ অল্পবয়কালে বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহে দৌড়াদৌড়ি করিয়া ও পুরুষের নিকট লেখা পড়া শিখিয়া, স্ত্রীজনোচিত কমনীয়তা ও লজ্জাশীলতা হারাইয়াছে এবং চারুপাঠ, বোধোদয় প্রভৃতির প্রভাবে গ্রন্থ লিখিতে শিখিয়া দেশের ধনভাগ ক্ষয় ও সমালোচকদিগকে জ্বালাতন করিতেছে, আমরা তাহাকেই আধুনিক বঙ্গ বলি ; যে অবধি পশ্চিম দেশীয় রীত নীতি ও শিক্ষা বঙ্গ সমাজে প্রবেশ করিয়া বহুলাংশে প্রাচীন আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন ও নূতন প্রবর্ত্তন করিয়াছে, আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি।

আর যখন অগ্নিতেজা আর্য্যতনয় বঙ্গের তেজোহর জল বায়ুতে, ক্রমে হতবীর্য্য হইয়া সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর নৃশংস যবনাধিকারে বাস করিয়া স্বাভাবিক তেজঃস্থিতা হারাইয়াও কোনগুরুতর বিষয়ে বিজাতির অনুকরণ করে নাই,আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি ; যখন দিল্লীশ্বর ও বঙ্গাধিপ প্রভৃতি ইস্লামধর্ম্মাবলম্বীদিগের চতুর্দ্দিক রুদ্ধ অন্তঃপুর দেখিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান রহিত নবাব ও ওম্রাদিগের স্বেচ্ছাচারে অত্যাচারিত হইয়াও আর্য্য রমণিগণ তীর্থ দর্শনার্থে বানারস যাত্রা করিতেন ও তথায় যথা রীতি অসূর্য্যম্পশ্য রূপ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেন, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি। যখন বঙ্গের সম্ভ্রান্ত বংশধরগণ বাল্যাবধি ত্রিংশৎবর্ষ "করিমা ববক্সা•বরহালে মা" হইতে "আল্লা হো আক্‌বর, লা এলাহি ইল্লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা" পাঠ করিয়া, জামা জোড়ার পরিবর্ত্তে ইজার চাপকান পরিধান করিয়া ও চতুর্দ্ধারী,চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধীর পরিবর্ত্তে খাঁ মজুমদার উপাধি ধারণ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করিতেন, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি ; যখন স্বধর্ম্মে থাকিয়া নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও বঙ্গবাসিগণ যজ্ঞোপবীতধারী অর্দ্ধোলঙ্গ ব্রাহ্মণ দর্শন করিলেই নতশীর হইতেন, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি ; যখন সামান্য কারণে পতান্তর

* এরূপ ঘৃণনীয় কর গ্রহণ পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল ব্যতিত আর কিছু বোধ হয় না।

গ্রাহিণী রূপ যৌবনোন্মত্তা যবনতনয়াদিগকে দেখিয়াও পতি ভিন্ন অনন্যগতি পতি-প্রাণা কিশোর বয়স্কা বঙ্গ মহিলা পতি ইহলোক ত্যাগ করিলে সংসারের যাবতীয় সুখে জলাঞ্জলী দিয়া জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া, পতি বিরহ যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া, সতীত্ব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইত, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি ; যখন ভারতের রাজ কার্য্যে পারসা ও হিন্দি মিশ্রিত পারস্যসর্ব্বত্র প্রচলন হইয়াছিল, সংস্কৃত কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মের অথবা নিষ্কর্ম্মার ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত, অথচ রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নৈয়ায়িক ও রঘুনন্দন, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি স্মার্ত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন কালের মনোবৃত্তি পরিচালন অনন্যাভিপ্রায়মূলক প্রতিপন্ন করিত, আমরা সেই কালকেই প্রাচীন বঙ্গ বলি ; যখন মোক্তার ও ধনাগার অভাব দেখিয়াও সহস্র সহস্র যুবক দারিদ্র দমন চতুষ্পাঠীর আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং আজীবন রাজ প্রসাদবঞ্চিত হইয়া কেবল ভিক্ষোপজীবী হইয়া প্রাণধারণ করিত, আমরা সেই কালকেই প্রাচীন বঙ্গ বলি।

লোকের প্রকৃতি অনেকাংশে দেশের প্রকৃতি অনুযায়ীক, সুতরাং প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গকে একত্র তুলনা করিতে হইলে, দেশের তাৎকালিক ও আধুনিক প্রকৃতির তুলনা আবশ্যক।

১মতঃ—প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই সমুদ্ভূত হয় পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অধিক স্থান জল, জঙ্গল দ্বারা আবৃত ছিল। এক্ষণে এমন অনেক স্থান নদী এবং সাগর গর্ভ হইতে পয়োস্থ হইতেছে, এমন অনেক বিল, খাল খন্দ ক্রমে মৃত্তিকা পড়িয়া কৃষি কার্য্যের উপযোগী হইতেছে এমন অনেক জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছে, যাহা অনতি দীর্ঘ-কাল পূর্ব্বেই কোন ব্যাবহারে আসিত না। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতির নাম, পদ্মা নদীর তীরস্থ জলঙ্গী, স্বাদীখাঁর দিয়ার ভবানন্দ দিয়ার, মরিচের দীয়ার প্রভৃতির দিয়ার আখ্যা ও মৃত্তিকার নিম্নে নৌকার ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি দৃষ্ট হওয়া ও চলন প্রভৃতি বিল বৎসর বৎসর মৃত্তিকা পতন দ্বারা ক্রমশঃ ভরাট হওয়া এতৎ সম্বন্ধে দেদীপ্যমান প্রমাণ। বাদা ও সুন্দর বন বৎসর২ পরিষ্কৃত হইতেছে। ১৭৯৩ শালে, যখন দশ শালা বন্দোবস্ত হয়, তখন বঙ্গ দেশের প্রায় তৃতীয়াংশ বিল,খাল,ডোবা, জঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা আবৃত ছিল; যাহার অনেক স্থলে এক্ষণে কৃষি কার্য্য হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অনেক চড় পয়োস্থ হইয়া প্রচুর শস্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং একথা বলা অন্যায় নহে, যে পরিমাণে খাল খন্দ ভরাট হইয়াছে, জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে সেই পরিমাণে দেশে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু একথা সর্ব্বথা যথার্থ নহে। তাহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে নীলকর ও নীলের চাষ সর্ব্ব প্রধান। যে খানে নীলকুঠী আছে তাহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী নবীন পয়োস্থ অথবা অধিক শস্যশালী মৃত্তিকা কুঠীর নিজ জোত অথবা পাট্টা ভুক্ত। আমরা ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতেছি পাঠকগণের মধ্যে যিনি রাজসাহী জেলার পদ্মা নদীর তীরে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি অবশ্য দেখিয়াছেন, নদী তীরের চড়ে চারি অঙ্গুলী পরিমাণ মাটি পড়িলেই নীল বীজ উপ্ত হয়। এমন সহস্র বিঘা মৃত্তিকা নীলের ঝাড়ে আবৃত হই-

য়া আছে, যাহার এক বিঘা মাত্রের উৎপন্ন তণ্ডুল ও রবিখন্দ এক জন লোক সম্বৎসরে আহার করিতে পারে না। বলিতে কি, তীরস্থ অনেক গ্রামের লোক একমাত্র চড়ের উৎপন্ন শস্য দ্বারা সচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিত, এক্ষণকার লোকের মত কেবল চাকুরী অনুসন্ধান করিত না।

নানাবিধ কুটম্ব ও নিরাশ্রয় আত্মীয় সজনের ভারগ্রস্ত হইয়া রত্নগর্ভা চড়ের প্রসাদে কোন চিন্তা করিত না। এবং হিন্দু সমাজে বাসোপযোগী ১২ মাসে ১৩ পর্ব্ব ও ক্রিয়া কলাপের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পক্ষান্তরে আমরা (তাঁহাদিগের সন্তান) সেই সকল চড় বিরহিত হইয়া এক মাত্র চাকরীর উপর জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য নির্ভর করিতেছি এবং বাটীর স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি, কত লোককে তোষামোদ করিতেছি, তথাপি অতি কষ্টে পেটের ভাত মাত্র জুটাইতেছি। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে বঙ্গদেশের যে যে স্থলে নীল কুঠি সংস্থাপিত হইয়াছে, তথাকার মৃত্তিকা বহুলাংশে অধিবাসিগণের উপভোগে লাগিতেছে না, সুতরাং তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। সত্য বটে, দেশের কোন কোন অংশের পূর্ব্বে জল জঙ্গলাবৃত মৃত্তিকা এক্ষণে কৃষি কার্য্যোপযোগী হইয়া তৎ স্থানের অধিবাসিগণের কিয়ৎ পরিমাণে সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করিয়াছে। কিন্তু নীলকরের উপদ্রবে যে পরিমাণে লোকের ক্লেশ হইয়াছে, তাহা, ঐ সুখ অপেক্ষা অনেক অধিক। যখন এই সকল নবীন পয়োস্থ ও পরিষ্কৃত মৃত্তিকা সত্ত্বেও যে সংখ্যক লোক সুখী হইয়াছে, তদপেক্ষা দুর্দ্দশাগ্রস্তের সংখ্যাই অধিক এবং পূর্ব্বোৎপন্ন তণ্ডুল রবিখন্দাদির পরিমাণ অধুনাতন তণ্ডুলাদির পরিমাণ অপেক্ষা অল্প, তখন একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত উন্নতির কারণ প্রাকৃতিক কারণ এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ম্লান হইয়াছে। আমাদিগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইতে পারে, যখন বঙ্গদেশের ভুরীশ্রে ভড় প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন শস্যাদি দ্বারা সমুদয় দেশের লোক প্রতিপালিত হইতেছে, তখন পদ্মার তীরস্থ অথবা অন্য রূপ কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকাতে নীলের চাষ হইলে ক্ষতি কি? এক বিঘার উৎপন্ন তণ্ডুল অপেক্ষা নীল বিনিময় দ্বারা ভিন্ন দেশের হয়ত দুই বিঘার উৎপন্ন শস্যান্তর অথবা তদপেক্ষা অধিক মূল্যের কোন শিল্পজাত দ্রব্য পাওয়া যায়, তখন নীল কিরূপে দেশের অপকারী? আমরাও নীলচাষ দেশের অপকারী বলি না, কিন্তু নীল চাষের লাভ ভারতে থাকে না। প্রায় সমুদয় নীলকরই বিজাতীয়, সুতরাং তাহার উৎপন্ন দ্রব্যে ভিন্ন দেশের লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করে এবং ভিন্ন দেশের ধন বৃদ্ধি করে। যদি বঙ্গীয় ধনাঢ্যেরা নীল চাষে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে আমরা নীল চাষ কখন উপকারী ব্যতীত অপকারী বলিতে পারিতাম না। কারণ শত শত বিঘা মৃত্তিকাতে নীল চাষ হইলেও, প্রশস্ত ভূমি বঙ্গভূমিতে এমন সচ্ছন্দ ক্ষেত্র আছে, যাহার উৎপন্ন শস্যে বাঙ্গালীরা অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে। নীলের চাষ দ্বারা যদিও বঙ্গের এক ভাগের লোক অসুখী হয়, তথাপি সাধারণ ধন বৃদ্ধি হওয়াতে, সুখীর সুখ বৃদ্ধি এবং চাকরীয়াদিগের প্রচুর পরিমাণে চাকরী প্রাপ্তি বশতঃ তাহাকে দেশের অনিষ্টকর বলা যাইতে পারে না।

২য়তঃ—সাধারণ কৃষি পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়দংশে উন্নত ব্যতীত অবনত হয় নাই। ইক্ষু, গোল আলু, গাঞ্জা, অহিফেন, তুইত প্রভৃতির চাষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

চা দ্বারা বাঙ্গালীদিগের বিশেষ উপকার দেখা যায় না। চা আমাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ আবশ্যকীয় নহে। এখানে শীতাধিক্যে শরীরের এরূপ জড়তা হয় না, যাহা চা রস পান ব্যতীত দূরীভূত হয় না। আমাদিগের পক্ষে কোষ্ঠা পাত সুক্তা চা অপেক্ষা অধিক উপকারী। উভয়েরই, প্রায় এক রূপ গুণ, অথবা চা অপেক্ষা সুক্তো শিতবীর্য্য। চার অশেষ গুণ সত্ত্বেও এক মাত্র বায়ু পিত্তকারীত্ব বশতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের পানীয় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং সাহেবদিগের অনুকরণে চা পান ত্যাগ করিয়া আমাদিগের সুক্তার জল পান ও তাহার পাতার উন্নতি সম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত। পক্ষান্তরে চা, কাফি আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধিও করিতেছে না। যেহেতু ঐ সকল চাষ অধিকারী প্রায় বাঙ্গালী নহে। উহার উৎপন্ন লাভাংশ নীলের লাভের ন্যায় বিজাতির উপভোগ্য। আমরা শারীরিক শ্রম করিয়া চা, নীল প্রভৃতি প্রস্তুত করি, কিন্তু অন্যে তাহার ফলভাগী।

Starved, in the midst of nature's bounty cost,
And in the laden vineyard dies for thirst.

পণ্ডিতবর আডিসন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইটালীর দুর্দ্দশা দেখিয়া উপরোক্ত চরণদ্বয় লর্ড মন্টগুমারীকে লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে ইটালী অষ্টেলীয়দিগের করগ্রস্ত ছিল। আমাদিগের দেশও ব্রীটানীয়দিগের করগ্রস্ত প্রথরদ্ধ হইয়া তদ্রূপ হইয়াছে। দেশের লাভজনক চাষ আমাদিগের হস্তে নাই, অথচ আমরা শারীরিক শ্রম দ্বারা তাহা উৎপাদন করি। বর্ত্তমান সময়ে মধ্যবর্ত্তী লোকের যে এত দুর্দ্দশা, এত দরিদ্রতা, এত চাকরীপ্রিয়তা তাহা প্রধানতঃ এই সকল লাভজনক চাষ বিজাতির করগ্রস্ত থাকায় হইয়াছে। আমাদিগের দেশের লোক কেবল চাকরীই বুঝিয়াছেন, চাকরীরই প্রত্যাশী। হা! হতভাগ্যগণ! তোমাদিগের মাতার গর্ভে রত্ন নিহিত রহিয়াছে, সাগর পার হইতে বিজাতীয়গণ আসিয়া, লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তোমরা কেবল চাকুরী চাকুরী করিয়াই ব্যস্ত। তোমরা সভ্য হইয়াছ। এ,বি, সি, ডির আলোকে অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়াছ। অভিমানে মৃত্তিকাতে পদস্পর্শ করিতে চাহ না। কিন্তু তোমাদিগের বিজ্ঞতা পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তোমাদিগের পিতামহেরা বলিতেন, "বাণিজ্যের সোনা ও ধ্যাতের কোনা।" তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে এই বাক্যের অনুযায়ীক আচরণও করিতেন। এক্ষণেও পল্লীস্থ গৃহস্থ মধ্যবিৎদিগকে অল্প বিস্তর শস্যাদির চাষে রত দেখা যায়। তাঁহারা পিতৃপিতামহদিগের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতেছেন চা, নীলের চাষ পদ্ধতি পূর্ব্বে বাহুল্য রূপে ছিল না, সুতরাং প্রাচীন বঙ্গবাসিগণ তাহার উপযোগীতার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন নাই, তাহাতে প্রবৃত্তও হয়েন নাই। তোমরা তণ্ডুল গোধুমের চাষের

লাভালাভও বুঝিয়াছে. তৎসহ চা নীলের অর্থ প্রদান শক্তিও অবগত আছে, তথাপি কয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী (নীলকুঠী চা বাগান বহু-দূরের কথা) পিতৃপিতামহ-পরিত্যক্ত-তণ্ডুল-গোধুম-ক্ষেত্র ও বলরাম ঠাকুরের সময়ের লাঙ্গলের অনুমাত্র উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

চাষের ন্যায় কৃষির অপর ভাগ পশু পালন ও বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনাদরের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। আমোদ বর্দ্ধন, ইন্দ্রিয় নিবারণ প্রভৃতি সামান্য উদ্দেশ্য ব্যতীত, লোকে দুগ্ধ মাংসাহার, বাহন ও চাষাদির নিমিত্ত পশুপালন করে। আমারা সভ্যতার ইতিহাসে বহুল যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি পশুপালনই মানব সমাজের সভ্যতার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রথম পদবিক্ষেপ। মনুষ্য পশুর সাহায্য ব্যতীত একমাত্র আপনাদিগের বলে অতি অল্প কার্য্যই করিতে পারে। ঘোটক ও ষণ্ড না থাকিলে, কখন এত অধিক পরিমাণে শস্যোৎপাদন অথবা উৎপন্ন শস্য বাণি-জ্যার্থ এক স্থান হইতে স্থানান্তর করিতে পারিত না। কেবল চাষ নহে, গমনা-গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যেই আমারা পশুর নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

পশুমাংস ও দুগ্ধ পান ব্যতীত কোন মণ্ডল নিবাসি লোকই সবল, ও সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারে না। ইংলাণ্ড, লাপলাণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি শিতপ্রধান দেশে যে রূপ মাংস অ-ত্যাবশ্যক সেই রূপ ভারত প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুগ্ধের আবশ্যক। অবশ্য, আমরা একথা বলিতেছি না যে, লাপলাণ্ড অথবা ইংলাণ্ডে দুগ্ধের কোন প্রয়োজন নাই, অথবা ভারতবাসীদিগের পক্ষে মাংস আহারোপযোগী নহে, আমরা এই মাত্র বলিতেছি, আমিষের মধ্যে শিতপ্রধান দেশে মাংস ও গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে দুগ্ধ, শরীর ধারণ পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। প্রাণী হিংসা করিয়া মাংসাহার ধর্ম্মনীতি অনুমোদিত কি না আমরা তদ্বিষয় বিচার করিব না। তবে একথা বলিতেছি, আমিষ ব্যতীত একমাত্র নিরামিষ আহারে শরীর ধারণ হয় না। আমিষের মধ্যে অস্মদ্দেশে মাং-সাপেক্ষা দুগ্ধই বিশেষ উপকারী। বৈদ্য শাস্ত্রে বিধি আছে. শিশুকে প্রথম বর্ষে দুগ্ধ মাত্র, দ্বিতীয় বর্ষে পায়সান্ন, এবং তৃতীয় বর্ষ হইতে দুগ্ধ ও অন্ন দ্বারা প্রতি-পোষণ করিবেক। এতদ্ব্যতীত "দুধে পুতা জীতা রহ" প্রভৃতি আশীর্ব্বচন ও কন্যা সন্তানের নামান্তর দুহিতা (অর্থাৎ দুগ্ধ দোহন কারিণী), মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে প্রাচীন আর্য্যগণের গবাদিপালন ও গবাদি হরণ ও তন্নিমিত্ত যুদ্ধ বিবরণ পাঠ করিয়া, অনুভূত হয়, পূর্ব্বে গবাদি পালন বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। অধিক দিনের কথা নহে, আমরা আমা-দিগের বৃদ্ধা পিতামহী ও মাতামহী-দিগের নিকট স্ব স্ব পরিবারের পূর্ব্ব গবাদির অনেক কথা শুনিতে পাই। আর্য্যেরা গরুকে পীর গুরুর মধ্যে এক জন বলিয়া গণনা করেন এবং অদ্যাবধি প্রাচীনাগণ গরুকে যারপর নাই ভক্তি করিয়া থাকেন। গাভী নবীন বৎস প্রসব করিলে তদুপলক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসব ও গোরনাথের গোষ্ঠী পাঠ হইয়া থাকে। এই সকল কারণ পরম্পরায় হইতে বিলক্ষণ অনুভূত হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যগণ

বুঝিয়াছিলেন যে গরু প্রতিপালন অত্যা-বশ্যক। অদ্যাবধি অস্মৎ সমাজের উপাস্য; যে দ্রব্য মাত্রই গব্য অথবা গব্য রস ...। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই-তেছি যে এক মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া আমরা শৈশব অবস্থাতে, ও অনেক স-ন্ন্যাসী যাবজ্জীবন যাপন করিয়াছি ও করে। দুগ্ধের উপকারীতা বর্ণন উপ-স্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং শরীর ধারণার্থ যে সকল পদার্থের * আবশ্যক তৎ সমুদয়ই দুগ্ধে আছে এই মাত্র বলিয়া দুগ্ধের গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। তবে দুগ্ধে অযথা পরিমাণে অর্থাৎ এক শতের মধ্যে ৮৭ ভাগ জল থাকায়, কেবল মাত্র দুগ্ধ পানে প্রাণ ধারণ করিতে হইলে দুগ্ধ অধিক পরি-মাণে পান করিতে হয়।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, ঈদৃশ আব-শ্যকীয় গবাদি পশু পালন ও শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে একেবারে অপ্রচলিত হই-য়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় যেরূপ রাজনীতি স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অগ্র-সর হইয়াছেন, যদি পশুপালন ও পশুর † জাতীয় সংশোধন করিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে আর প্রতি পল্লীতে গবাদি সংখ্যা ও তাহাদিগের দুগ্ধশালীতা ক্রমে বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইত না। কেবল যে গবাদির সংখ্যা ক্রমশঃ ম্লান হইতেছে, তাহা নহে, তাহাদিগের তেজঃস্বীতা ও দুগ্ধশালীতা পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ কথা বলা অন্যায় নহে, গরু সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা যেরূপ বিজ্ঞ ছিলেন এবং অদ্যাবধি আ-ছেন, অন্য জাতি তদ্রূপ নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ যশোহর বাসী গোয়াল-দিগের কর্ত্তৃক গরুর চিকিৎসা। এই গোয়ালারা গরু দেখিবামাত্র রোগ নি-র্দ্দেশ করিতে পারে এবং এক অথবা দুই দিনে তাহা আরোগ্য করে। বলিতে কি যশোহরবাসী গোয়ালারা যেরূপ গরুর চিকিৎসক এরূপ মনুষ্যের চিকিৎসক পা-ওয়া দুর্লভ। তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত উক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে এত ব্যুৎ-পত্তি লাভ করিয়াছে যে, অনেক অনুস-ন্ধান, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ডা-ক্তার, বৈদ্য অথবা হাকিমেরা তাহার তুলনায় কিছুই করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি শিক্ষিত যুব-কেরা কি করিলেন। লাভের মধ্যে এই দেখিতে পাই, ইহাঁরা এই সকল ব্যক্তিকে সমাজে সম্মানিত করা দূরে থাকুক, দে-খিলে বিকট চীৎকার ও কথার আড়ম্বরি (শক্তি আছে কি না বিবেচনা না করি-য়া) শুনিয়া উপহাস করেন। গো জা-তির এইরূপ অবনতির সঙ্গে আমাদিগে-রও ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। কোথায় ইউরোপীয়গণ বিজ্ঞানের সাহায্যে ক্রমে অধিক তেজস্বী ও বলবান হইতেছে, আর আমরা ক্রমশঃ নির্ব্বীর্য্য হইয়া জড় প্রায় হইয়া উঠিতেছি। সকলেই বলে বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে অতি অল্প লোকই অগ্রসর হয়। সত্য বটে, বাঙ্গা-লার মৃত্তিকা ও জলবায়ু সাধারণতঃ বল বীর্য্যের পক্ষে অপকারী। পুষ্টিকর আ-হারের অভাবে বর্ত্তমান সময়ের যুবকেরা এত দুর্ব্বল, অস্বাস্থ্যকায় ও ভীরু প্রকৃতি।

* জল, চিনি, গোধূম, হবিঃ ও লবণ লৌহ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ।

† অধুনাতন ইংলণ্ডীয়গণ এইরূপ চেষ্টা দ্বারা আরব দেশ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঘোটক উৎপাদন করিয়াছেন।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা যে রূপ বলবান ও তেজস্বী ছিল, এক্ষণে তাহা হইতে অনেক ম্লান হইয়াছে। অনেক স্থানে অনেক বলিষ্ঠ শরীর লোক ছিল আজ কাল আর সেরূপ দেখা যায় না। কেবল বৃদ্ধেরা পৌত্র ও দৌহিত্রদিগকে নিদ্রাকৃষ্ট করিতে তাহাদিগের উপাখ্যান উপন্যাসবৎ বর্ণন করে। অদ্যাবধি প্রাচীন-দিগের যেরূপ আহার দেখা যায় তাহা আমাদিগের স্বপ্নের অগোচর। বোধ হয়, দুগ্ধ পানের অল্পতা ইহার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে দুগ্ধ ও ঘৃত অথবা দুগ্ধ ও ঘৃত সংযুক্ত দ্রব্যজাত একমাত্র উপাদেয় বলিয়া জ্ঞান ছিল, কিন্তু নব্যেরা তৎপরিবর্ত্তে বিকৃত দুগ্ধ (অর্থাৎ ছানা) এবং অন্য দ্রব্যজাত ব্যবহার করিতেছেন। আমরা বালক কালে দুগ্ধ ও ভাতই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিতাম, তন্নিবন্ধন অপেক্ষাকৃত সবল ও সুস্থ শরীর ছিলাম, কিন্তু ইংরাজী পড়িতে সহরে আসিয়া না বিলাতী না দেশী সভ্যতার আহার প্রভাবে ক্রমশঃ অসুস্থ শরীর হইয়াছি, ঔষধি সেবন এক রূপ নিত্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমাদিগের যত শিক্ষিত লোকের সহিত পরিচয় আছে তাহাদিগের প্রায় সকল-কেই অসুস্থকায় দেখিতে পাই, পক্ষান্তরে অদ্যাবধি পল্লীতে গেলে সুস্থতা ও প্রসন্নতা দেখিয়া হৃদয় শান্ত হয়।

কেবল, গরু নহে, ঘোটক প্রভৃতি ক্রমশঃ এত নির্বীর্য্য হইয়াছে যে, বেতো ঘোড়া বলিলেই বঙ্গ দেশোৎপন্ন ঘোটক বুঝায়। এইরূপ কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি সকল গ্রাম্য প্রাণীই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বলিতে লজ্জা হয়, কোন হৃষ্ট পুষ্ট কুক্কুর বা বিড়াল দেখিলেই লোকে তাহাকে বিলাতী কুক্কুর বা বিলাতী বিড়াল নামে অভিহিত করে। সুতরাং পশ্বাদি সম্বন্ধে আধুনিক বঙ্গ প্রাচীন বঙ্গের অনেক পশ্চাৎ পড়িয়াছে।

ক্রোনর পণ্ডিত বলেন মনুষ্য আদিম অবস্থাতে প্রধানতঃ পশু মাংস ভক্ষণ করিত এবং এক মাত্র তাহাদিগের সাহায্যেই যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু মানব সমাজ সভ্যতার দিকে যে পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট প্রাণীর সহিত সংশ্রবও দূরীভূত হইতেছে। নিতান্ত অসভ্যেরা পশু-মাংস আহার করে ও তাহাদিগের চর্ম্ম পরিধান করে। পক্ষান্তরে সভ্য জাতীয় লোক মাংস ব্যতীত শস্য, ও নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ আহার ও কার্পাস, কোষ্ঠা, কৃমিকোষ এবং পশুলোম দ্বারা বিচিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া একমাত্র লজ্জা ও শিত নিবারণ নহে, শরীরের শোভা বর্দ্ধন করে। পূর্ব্বে এক মাত্র পশুর সাহায্য ব্যতীত তণ্ডুলাদি বিনিময়ের উপায়ান্তর ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বিচিত্র জলযান ও বাষ্পীয় পোত সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এমন উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে দুগ্ধ ও নবনী প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে একমাত্র পশ্বাদির সাহায্য ব্যতিত ভূমি কর্ষণের উপায় ছিল না, কিন্তু এক্ষণে শত শত দিবসের কার্য্য এক দিবসেই বাষ্পীয় লাঙ্গল দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। কালে, হয়ত, এমন এক সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন আমরা পশ্বাদির সাহায্য ব্যতীত এক মাত্র জড় শক্তি প্রভাবেই যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

বঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে কদাপি একথা বলা যাইতে পারে না, এক জন বাঙ্গালী অদ্যাবধি বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় লাঙ্গল, স্পিনিং জেনী নির্ম্মাণ দূরে থাকুক, চালাইতেও সক্ষম নহে। অপরন্তু আমাদিগের দেশে বাষ্পীয় কোন যন্ত্রই এত প্রচলিত হয় নাই যে আমরা সাহংকারে বলিতে পারি, পশ্বাদির দুরবস্থা, আমাদিগের উন্নতির লক্ষণ। পক্ষান্তরে যে কয়েকটা কল অস্মদ্দেশে চলিতেছে তাহাও আমাদিগের দেশীয় লোক দ্বারা নহে, সুতরাং দেশের উন্নতি সম্বন্ধে ইহা আমাদিগের প্রমাণ নহে।

পূর্ব্বরাগ।

১

সখিহে? রাইক কিয়ে অব হেরি।
মন্দির অঙ্গন, করত গতাগতি,
তিলে তিলে শত শত বেরি।
বিছুরল মদন, রমণ গুণ চাতুরি,
অনুখন গদ গদ চাহ।
নিজ জন সঙ্গে, রস বচন তেয়াগল,
নিরজনে দুখ অবগাহ।
নিশি দিন বিরস, বয়ন বিধু নায়রি,
মৌনে অবনি ঘন লেখি।
পুছইতে করত, ছলহুঁ অনুবন্ধন,
সখি মুখ না ধনি দেখি।
লোচন সরজ নীর ঘন সিঞ্চই,
না বুঝি কিয়ে অভিলাষ।
বৈষ্ণব চরণ কৃপা বলে গায়ত,
পামর পরসাদ দাস।

২

মৃধ বুধ ধনি, সব খোয়।
নিরজনে বসি, বসি রোয়॥
সচকিত মোহর গোরি।
বসনে মিটায়ই লোরি॥
নিরখই বিপিন, হৃদয়।
না জানি সখি তদুচিত অবলম্ব॥
তরসি দরসি দিন রাত।
আনসমাগম[*] কুলিশ নিপাত॥
কহইতে নিচসই আন।
নিশি দিন বিরস বয়ান॥
চমকই তনু পুন পৌন।
কোই কুকারত শুন যনু মোন॥
চিন্তই কিয়েয় অনিবার।
পরসাদ কহই না পার॥

৩

জলদ বিলোকনে, চপল পরাণ।
চল চল লোচন, মলিন বয়ান॥
শিখিকুল নিরখি, বিজুলি চিত দূর।
না জানি কতহুঁ, মনোরথ পূর॥
মোহন কুসুম, শয়ন পরিহারি।
অঞ্চলে ধরণি, শুতই বর নারি॥
নিশ সই সঘনে, সকল নিশি ভোর।
আদরে নীল, বসন ধরি কোর॥
অনিমিখে ঘন ঘন কানন হেরি।
বিলসই কতহুঁ, পুলক বেরি বেরি॥
খনে মন্দিরে খনে, ধায়ই পন্থ।
ঐছনে করু ধনি, নিতি নিশি অন্ত॥
কোজানে কেইছনে, লালস জাগ।
না জান, পরসাদে সরমকি রাগ॥

৪

কাতর অনুখন বচন সুনাগরি,
কাতর ধনি দিবি যোরি।
কাতর বয়ান হৃদয় বর কাতর,
কাতর আসত চকোরি॥

---

[*] আনসমাগম ইত্যাদি—চিন্তা করণ সময়ে অপরের আগমন বজ্রপতের সম কেন অনুভব করে।